সংবাদ

16 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বুয়েটে ক্লাস বর্জন অব্যাহত : শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

● আন্দোলন চলবে : শিক্ষক নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গভীর সংকটে পড়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। চলমান আন্দোলনকে ঘিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন সাধারণ শিক্ষকরা। তারা এবার বর্তমান প্রশাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত। ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। গতকাল বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ ও পরামর্শ উপেক্ষা করে বুয়েট শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষকরা উপাচার্য (ভিসি) ও উপ-উপাচার্যের শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা : ১৫ : ৪

শিক্ষকদের : বিরুদ্ধে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(প্রো-ভিসি) পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের এ আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

গত ১২ এপ্রিল বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরতে অনুরোধ করেন। ওইদিন রাতে ভিসি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মন্ত্রী প্রশাসনিক সমস্যা প্রশাসনিকভাবে নিষ্পত্তি করতে ভিসিকেও পরামর্শ দেন। কিন্তু শিক্ষক নেতারা মন্ত্রীর পরামর্শের তোয়াক্কা করেনি। তারা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অহেতুক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

গতকাল দুপুরে বুয়েটে সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, তাদের আন্দোলন-কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এতে বক্তব্য রাখেন বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

চলমান কর্মবিরতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, সম্প্রতি বছরগুলোতে বুয়েট প্রশাসনের নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় প্রকৌশল-স্থাপত্য: পরিকল্পনা শিক্ষার অগ্রদূত এ বিদ্যাপীঠ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু শিক্ষক নেতাদের এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করেছেন বুয়েট প্রশাসন, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগের বিরুদ্ধে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বুয়েটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। আর অবিলম্বে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহারের দাবিতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। তারা ক্লাস বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষ ও অবকাঠামো ব্যবহার করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কনসালটেন্সি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ব্যবহার ও সরকারি বাসায় থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, বুয়েটের ল্যাবরেটরি ব্যবহারে করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অথচ বুয়েটে ক্লাস নিচ্ছেন না। অবিলম্বে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ জানান ছাত্রছাত্রীরা।

বুয়েটের ভিসি প্রফেসর ড. এসএম নজরুল ইসলাম সংবাদকে বলেছেন, 'আমিই বুয়েটের সবচেয়ে প্রবীণ শিক্ষক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষক হওয়ায় ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষকরা তা মেনে নিতে পারছেন না। সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে কিছু শিক্ষক আন্দোলন করছে'। তিনি শিক্ষকদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফেরার অনুরোধ জানান।